মানসী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৬৫

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4038
DATE 4/9/05
CALCUTTA

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল;
ঊর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

"নিম্নে" "স্বচ্ছ" এবং "ঊর্দ্ধে" এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই—পাঠকেরা এই রূপ আরো দুই একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থের আরম্ভ ভাগের কতকগুলি কবিতা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত কবিতাই রচনাকালের পর্য্যায় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

"শেষ উপহার" নামক কবিতাটি আমার কোন বন্ধুর রচিত এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করি-

য়াছি। মূল কবিতাটি এইখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূর প্রবাসে থাকা প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।

গ্রন্থকার।

সূচি পত্র।

উপহার		...	১
ভুলে'	...	...	২
ভুল-ভাঙ্গা	..	...	৫
বিরহানন্দ	...	...	৮
ক্ষণিক মিলন		...	১১
আত্ম সমর্পণ	...	...	১৭
নিষ্ফল কামনা	...	...	২০
সংশয়ের আবেগ	...	...	২৪
বিচ্ছেদের শান্তি	...	...	২৬
তবু	..	..	২৯
একাল ও সেকাল	...	...	৩০
আকাঙ্খা	...	.	৩২
নিষ্ঠুর সৃষ্টি	.	...	৩৪
প্রকৃতির প্রতি	. .	...	৩৬
মরণ-স্বপ্ন	...	...	৪১
কুহুধ্বনি	...	...	৪৫
পত্র	...	...	৫০
সিন্ধু তরঙ্গ	...	...	৫৪
শ্রাবণের পত্র	...	...	৫৯
নিষ্ফল প্রয়াস	..	. .	৬২
হৃদয়ের ধন	...	...	৬৭

নিভৃত আশ্রম		..	৬৪
নারীর উক্তি	...	...	৬৪
পুরুষের উক্তি	...	...	৬৯
শূন্য গৃহে	...	...	৭৫
জীবন মধ্যাহ্ন	...	...	৭৭
শ্রান্তি	...	..	৮১
বিচ্ছেদ	..	..	৮২
মানসিক অভিসার	..	...	৮৪
পত্রের প্রত্যাশা	...	...	৮৫
বধূ	...	...	৮৮
ব্যক্ত প্রেম	...	...	৯২
গুপ্ত প্রেম	...	...	৯৫
অপেক্ষা	...	...	৯৮
দুরন্ত আশা	...	...	১০৬
দেশের উন্নতি	...	...	১১২
বঙ্গবীর	...	...	১২১
সুরদাসের প্রার্থনা	...	...	১২৭
নিন্দুকের প্রতি নিবেদন	...	...	১৩৬
কবির প্রতি নিবেদন	...	...	১৪১
গুরুগোবিন্দ	...	...	১৪৬
নিষ্ফল উপহার	...	...	১৫৩
পরিত্যক্ত	...	...	১৫৬

ভৈরবী গান	...	...	১৬২
ধর্ম্ম-প্রচার	..	...	১৬৮
নব বঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ	.	...	১৭৭
প্রকাশ বেদনা	...	...	১৮১
মায়া	...	...	১৮৩
বর্ষার দিনে	...	...	১৮৫
মেঘের খেলা	...	...	১৮৭
ধ্যান	...	...	১৮৮
পূর্ব্বকালে	...	...	১৯০
অনন্ত প্রেম	...	...	১৯১
আশঙ্কা	..	...	১৯৩
ভাল করে' বলে' যাও !	...	...	১৯৫
মেঘদূত	..	...	১৯৭
অহল্যার প্রতি	...	...	২০৪
গোধূলি	...	...	২০৮
উচ্ছৃঙ্খল	...	...	২০৯
আগন্তুক	...	...	২১৩
বিদায়	...	...	২১৪
সন্ধ্যায়	..	...	২১৭
শেষ উপহার	...	...	২১৮
মৌন ভাষা	...	...	২১৯
আমার সুখ	...	...	২২২

মানসী।

উপহার।

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,

বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথা-ভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ-মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

৩০ বৈশাখ। ১৮৯০

ভুলে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে'!
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে'!

ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙ্গায়ো না,
এসেছি ভুলে'।

বেল কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে' গেল সে কালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগন মূলে;
সে দিন যে গেছে ভুলে' গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধ'-বাধ' সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন কূলে।

মানসী।

তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

কাননের ফুল, এরা ত ভোলেনি,
আমরা ভুলি ?
সেই ত ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে ?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে'!

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী !
চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায় ;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,

মানসী।

এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে’ ?

বৈশাখ। ১৮৮৭।

ভুল-ভাঙ্গা।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধর কোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।

স্বর শুনে' আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর ;
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
সরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মত,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা,
জীবন-হত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর !

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি !

মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পর-দুখ-ভার সহেনাক' আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর!
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে' আসে,
ঘুমে কাতর!

বৈশাখ। ১৮৮৭।

বিরহানন্দ। *

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী বায়ু বশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দুট' আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভাল আধা আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সেত ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে!

বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে' যায় গলে' যায় গগনে।

---

* এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক, সেই খানে দীর্ঘ যতিঃপতন আবশ্যক।

কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা- গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি ?
দিবস নিশি ধরে' ধ্যান করে' তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি ?
তটিনী অনুখণ ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি ?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে ;
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা- স্বপনে।

করুণা অনুখণ প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু ক'রে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত!

হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার,
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত!

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত' তোরি মত স্নেহ-মুখ।
দেখিলে আঁখি-বাঙা পাখাভাঙা পাখীটি
"আহাহা" ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়াভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত না!
তোমারি পাশে রহি' যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখন দেখি যেন ম্লানহেন মুখানি,
কখন আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।

কখন সারারাত　ধরি হাত　দুখানি
রহি গো বেশবাসে　কেশপাশে　মরিয়া।

বিরহ সুমধুর　হ'ল দূর　কেন রে?
মিলন দাবানলে　গেল জ্বলে　যেন রে!
কই সে দেবী কই,　হের ওই　একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী　বিবাসিনী　বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া　স্নেহছায়া　নাহি আর,
সকলি করে ধুধূ　প্রাণ শুধু　শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৭।

ক্ষণিক মিলন।

একদা এলোচুলে　কোন্ ভুলে　ভুলিয়া
আসিল সে আমার　ভাঙ্গা দ্বার　খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ,　চারিদিক　সুবিজন,
চাহিল একবার　আঁখি তার　তুলিয়া।
দখিণ বায়ুভরে　থরথরে　কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম　তারি সম　দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে　গেল ফিরে　আলসে,
আমার সব হিয়া　মাড়াইয়া　গেল সে।

আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারিধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্‌ধুক্‌ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুণি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

৯ই ভাদ্র। ১৮৮৯।

শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।

আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল-স্রোতে
বহায় যদি !
আবার ছুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হরে' নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে ?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা ?
নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,

নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা ;
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

কোথা এ মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে ?
প্রেমের ফুল ফুটে' আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে ?
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে ?
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে ?
কোন্ গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে ?
কোথায় মোর জীবন ডোর
বাঁধা রে ?

অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত
তামসঘনবরণী।

নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা ;
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী !

মায়া-কারার বিভোর প্রায়
সকলি ;
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোণার কাঠি ?
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি !
মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবনরাশি।
প্রকৃতি বধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ,
সে দিবে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে' দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে' মধুর হেসে'
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি' ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে;

তাহার বাণী　দিবে গো আনি'
　　সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে'　দিবে সে মোরে
　　　চাহিয়া।

আষাঢ়।　১৮৮৭।

আত্ম সমর্পণ।

আমি　এ কেবল মিছে বলি,
শুধু　আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
　　　আপন মর্ম্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কি হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয় পরাণ
　　　তেমনি দেখাব খুলি'।

আমি　মনে করি যাই দূরে,
তুমি　রয়েছ বিশ্ব জুড়ে'।
যতদূরে যাই ততই তোমার
　　　কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।

চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া, রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনা বিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি'
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,'
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবি, তোমার চরণ সাজে।
অভাব-কঠিন মলিন মর্ত্ত্য
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কি ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ প'ড়ে ওইখানে,
চেয়ে' তোমার চরণ পানে।
যা' দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভাল করে' দেখ একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেলে আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

১১ই ভাদ্র। ১৮৮৯।

নিষ্ফল কামনা।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকান' তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি

আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমাব আঁখিব মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বয়ন ব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমাবে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোব তবে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভাল,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস!
কি আছে বা তোর,

কি পারিবি দিতে !
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধা তৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয় ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুব সৌবভ,
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাস,' প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে !
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই !

১৩ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

সংশয়ের আবেগ।

ভালবাস কি না বাস বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তি তৃপ্তি নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান!

তাই কভু ফিরে' যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত,
কখনো কঠিন কথা, কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত;
তুলি ফুল দেব বলে,' ফেলে দিই ভূমিতলে
করি' খান্ খান্।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালবাস চির-ভালবাসা,
জনমে বিশ্বাস,

যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলিনে নিঃশ্বাস।
তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্ব চরাচর
মুহূর্ত্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, কবিব চরণে
পুষ্প অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিবল লযে' শ্বাস অশ্রুজল
লযে' হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে' আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমেব ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে,

বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে' তব প্রেম,
দিব তা' সকলে।

নহে ত আঘাত কর কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে' !
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দলে'।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।

১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

বিচ্ছেদের শান্তি।

সেই ভাল, তবে তুমি যাও !
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও !
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।

নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে
শান্ত হবে অধীর হৃদয়,
জাগ্রত জগত মাঝে ধাইব আপন কাজে
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরাণ ধরিয়া তবু পারিতাম না ত কভু
তোমা ছেড়ে' করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি' দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি ত আপনা হ'তে এসেছ বিদায় ল'তে
সেই ভাল, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক্ বিস্মৃতি;
একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভাল সেও,
ভাল নয় প্রেমের বিকৃতি।

কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরি আছে সমাপন,
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্র জল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর,—
শত সুখ দুঃখ দলে' কালচক্র যায় চলে,'
রেখা পড়ে যুগ যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে,
সহস্র জীবন মাঝে মিশে,'
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে' যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে, তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্ন জাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই দেখি পাই কি না পাই,—
সেই ভাল তবে তুমি যাও!

১৪ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

তবু।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি',
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে' না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধে বেলা,
অথবা শরদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে' আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

একাল ও সেকাল।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে!

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িত চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া!

বিরহিনী মর্ম্মে মরা মেঘমন্দ্র স্বরে;
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষা ধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন শিথিল বেশ ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখির নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ তিমির।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি, সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।

২১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

আকাঙ্ক্ষা।

আর্দ্র তীব্র পূর্ব্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে' বসে' ভাবিতেছি, আজি কে কোথায়!

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাত পাখী, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা, আজি সে কোথায়!

কতকাল ছিল কাছে, বলিনিত কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্য হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে' গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত' আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত' নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।

এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্য-মর্ম্মর সম মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ বিষাদ ছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন,
নির্জ্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা অবসানে, নিশীথ নিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহ তারা লয়ে,'
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগত বিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল, খেলাধুলা, হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অনন্ত আকাশ।
আলোকেতে দেখ শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে' গেছে চলে,'
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে' !

কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাইনি তারে,
বসাইনি এ নির্জ্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে,
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা!

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

২০ বৈশাখ। ১৮৮৮।

নিষ্ঠুর সৃষ্টি।

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙ্গে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতল পথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক ;
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে' আসে সূর্য্য চন্দ্র, ধেয়ে' আসে লক্ষ কোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি'
আক্রমিছে দশদিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,'
অর্দ্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে' ঘুরে' পড়ি লুটি,'
এই যারা কাছে আসে, এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টি-স্রোত কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জ্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শত কোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার,
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানব শিশু রচিতেছে প্রলাপ জল্পনা ?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙ্গে গড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

১৩ বৈশাখ। ১৮৮৮।

প্রকৃতির প্রতি।

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
এ কি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর ?
ঘুরে' ফিরে' পলে পলে
ভালবাসা নিস্ ছলে,
ভাল না বাসিতে চাস্
হায় মনোচোর !

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই,
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি!
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরীতি!
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি!

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারিনে তোর কারে ভালবাসা
কারে অবহেলা!
প্রভাতে যাহার পর
বড় স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধেবেলা।

তবু তোরে ভালবাসি, পারিনে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী!
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।

এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধ ঢাকা আধ খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়,
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারিনে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণ মন পসারিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস্ ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি,
অরুণ অধরা!
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে
কত ছল কত বল
চপলা মুখরা!

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস্ আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শত লক্ষ
নক্ষত্র কিরণ।

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চির-মৌনব্রতা।
চারিদিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরু-নির্জ্জনতা।
রবিশশি শিরোপর
উঠে যুগ যুগান্তর,
চেয়ে শুধু চলে যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মত
উড়ে কেশ বেশ ;
হাসিরাশি উচ্ছ্বাসিত, উৎসের মতন,
নাহি লজ্জা-লেশ।

রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান
নাহি তার শেষ!

কখন বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষ-নিহত,
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।
কখন বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লানছায়া
করুণার মত।

তবে ত করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরাণ।
যুগযুগান্তর ধরে' রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি' শত মায়া-বাসে
আছ সকলেরি পাশে,
তবু আপনারে কা'রে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি;
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস্
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালবাসি।

১৫ই বৈশাখ। ১৮৮৮।

মরণ স্বপ্ন।

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনা খানি আধ-জাগা মনে।

এক পারে ভাঙ্গা তীর ফেলিয়াছে ছায়া;
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে;
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস-লীলায়।

স্বদেশ পূরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস!
জাগ্রত আঁখির আগে   কখন বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে;
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে,
যেন তা'রা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন!
তীর, তরু, গৃহ, পথ,   জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ;
পড়িয়াছে নীলাকাশনীরে
দূর মায়া-জগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি' ভাবিতেছি মনে,—
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি'   চন্দ্রালোক পানে তুলি';
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে;
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

যেনরে প্রহর নাই, নাইক প্রহরী,
এ যেনরে দিবা-হারা অনন্ত নিশীথ!
নিখিল নির্জ্জন, স্তব্ধ,   শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল-কল্লোল-লহরী;
নিদ্রা পারাবার যেন স্বপ্ন-চঞ্চলিত!

কত যুগ চলে যায় নাহি পাই দিশা ;
বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন ;
গ্রাসিয়া আকাশ-কায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া ;
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গণিতেছে মৃত্যু-পল এক দুই তিন।

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় ;
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে ;
প্রেত-নয়নের মত নির্নিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায় ;
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চির যুগরাত্রি ধ'রে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগন মাঝার ;
প্রাণপণে চক্ষু চাহি, আঁখিতে আলোক নাহি ;
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায়ে সুদীর্ঘ গ্রীবা নামিল মরাল ;
ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া ;
দ্বিধা হয়ে ভেঙ্গে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে, নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়া দূরে পড়ে গেল ভেঙ্গে চূরে ;
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি ;
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্ব্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লোহভারে ;
কাতরে ডাকিতে চাহি, শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার।
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে,
বাগ্রগামী ঝটিকার আর্ত্তস্বর সম ;
সূক্ষ্মবাণ সূচিমুখ—অনন্তকালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া,—যেন চলে !
রেখা হয়ে মিশে আসে দেহ মন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা ;
অনন্তে মুহূর্ত্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা !
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

অন্ধকারহীন হ'য়ে গেল অন্ধকার।
"আমি" ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে!
অচৈতন্য তলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার!
মৃত হ'য়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে!

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী;
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটীরেব তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্তজীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

১৭ বৈশাখ। ১৮৮৮।

কুহুধ্বনি।

প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা।
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি' সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডু-কিশলয়,

নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্র ফলময়।
গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিঃশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দুরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া;
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুল গন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটীরখানা দু'ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ;
তারি তলে সবে মিলি,' চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।
·কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্ম্ম গান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি' আঙ্গিনার কোণে গম ভাঙ্গে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;

বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার পর
শস্যক্ষেত আগলিছে চাষী;
রাখাল শিশুরা জুটে' নাচে গায় খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা, কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ!
নিখিল করিছে মগ্ন জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মত।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত্ত-বিভ্রমে,
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।

সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর ;
সঙ্গীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয় স্বর।

কেহ ব'সে গৃহ মাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কি মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ যুগান্তর মানব জীবন স্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে ;
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালবাসাভরে
পাখী গানে মানবের গানে।

কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনক জননী,
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণ সমীর স্রোতে
ভেসে আসে কুহু কুহুধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখন সে কুহু ভাষা রমণীর ভালবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানব প্রাণ মোর মাঝে বর্ত্তমান,
দেশ কাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয় মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহু মন্ত্র বলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরাণ।

২২ বৈশাখ। ১৮৮৮।

পত্র।

(বাসস্থান পরিবর্ত্তন উপলক্ষে।)

বন্ধুবর,
দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভাড়;
বকুনীর বিড়্ বিড়্ গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে' জড় কোণে বসে' আছি দঁড়,
আর সাধ নেই বড় আকাশ-কুসুমে!
সুখ নেই আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
"বিমুখা বান্ধবা যান্তি" বুঝিয়াছি সার ;
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর!
কাজ কি এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডিপাঠ আছি ভাই ভুলি'!
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা-চোখা বুলি!
"পেটে খেলে পিঠে সয়" এইত প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে' থাকি।
হাত করে নিশ্‌পিশ্, মাঝে রেখে পোষ্টাপিশ,
ছাড় শুধু দশ বিশ শব্দভেদী ফাঁকি!

বিষম উৎপাৎ এ কি ! হায় নারদের ঢেঁকি !
শেষকালে এযে দেখি ঝগড়ার মত !
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই Comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্ব্বিবাদ ব্রত।
কেদারার পরে চাপি' ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন্ ফানুষ।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল-নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজেনা ভাল,— হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার, সেই জ্বালো আকাশের ভালে ;
মাটির প্রদীপ যার নিভে-নিভে বারবার,
সে দীপ জ্বলুক্ তার গৃহের আড়ালে !
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে' আছি,
শুধু ভালবেসে' বাঁচি বাঁচি যত কাল।
আশ কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে',
কাগজে আঁচড় কেটে' সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু পড়ে'-পাওয়া ততটুকু ভাল ;

যারা মোরে ভালবাসে ঘুরে' ফিরে' কাছে আসে,
হাসিখুসি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে' থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক্ তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে!
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্ব্বতে!
বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নাম গন্ধ পেলে রক্ষে নেই!
ফেনা ঢোকে নাকে-চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই এক বোখে বুঝি দক্ষিণেই!
বাহিরেতে চেয়ে' দেখি, দেবতা-দুর্য্যোগ এ কি!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন!
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগণ।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি' আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।

পড়ে মনে বরিষার　　বৃন্দাবন অভিসার,
　　একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল,　　নীল যমুনার জল,
　　আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে　　কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
　　কাননের পথ চিনে’ মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা কূলে　　বিকশিত নীপমূলে
　　কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।
দোহাই কল্পনা তোর,　　ছিন্ন কর্ মায়া-ডোর,
　　কবিতায় আর মোর নাই কোন দাবী ;
বিরহ, বকুল, আর　　বৃন্দাবন স্তুপাকার,
　　সে গুলো চাপাই কার স্কন্ধে, তাই ভাবি !
এখন ঘরের ছেলে　　বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
　　দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
　　তাই কবি মানুষেরা অস্থি চর্ম্মসার।
কলমের গোলামীটা　　আর নাহি লাগে মিঠা,
　　তার চেয়ে দুধ-ঘিটা বহু গুণে শ্রেয় !
সাঙ্গ করি এইখানে ;　　শেষে বলি কানে কানে,
　　পুরাণো বন্ধুর পানে মুখ তুলে’ চেয়ো !

বৈশাখ। ১৮৮৭।

সিন্ধু তরঙ্গ।

(পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে)

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে,
উৎসব ভীষণ!
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি,' হা হা করে ফেণরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে' যায় টুটে'
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে' আপনার কূল

যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকী করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশদিশি
উঠেছে নড়িয়া,—
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন!
সহস্র জীবনে বেঁচে' ওই কি উঠেছে নেচে'
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবন স্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হের, মাঝখানে তারি আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি' বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে, রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও!"
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্দ্ধকরে বলে
"দাও, দাও, দাও!"

বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে' ফেনায়ে' ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে' উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে' !
অধো ঊর্দ্ধ এক হয়ে' ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে'
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান্,
হায় ভগবান!
দয়া কর,' দয়া কর,' উঠিছে কাতর স্বর,
রাখ' রাখ' প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশি তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল !
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার !
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল !
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার ;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।

নাই তুমি, ভগবান্, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস!
ভয় দেখে' ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায় ;
নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন্ জীবন ছিল
কখন্ জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো!

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালবাসাভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে!
কেন করে টলমল দুটি ছোট অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালবাসা।

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে
একধারে নারী,
দুর্ব্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি?

এ বল কোথায় পেলে! আপন কোলের ছেলে
এত করে' টানে!
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে!
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন?

এ প্রলয় মাঝখানে অবলা জননী প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী ;
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি একঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূত খেলা অনিবার
ভাঙ্গাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

আষাঢ়। ১৮৮৭।

শ্রাবণের পত্র।

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরষায়
কাজ কর্ম্ম কর সায়, এস চট্‌পট্!

শাম্‌লা অাঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে' মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌!
যখন্‌ যা সাজে ভাই তখন্‌ করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার!
শ্রাবণে ডিপুটি-পনা এ ত কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার!
ছুটি লয়ে কোন মতে, পোট্‌ম্যাণ্টো তুলি রথে,
সেজেগুজে রেলপথে কর অভিসার!
লয়ে দাড়ি, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার!
বজ্ররবে সচকিৎ কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়খড়্‌!
হারেরে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ—শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ ফড়্‌!
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান!
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিক-বধু সজল নয়ান!
যেনরে সরম টুটে' কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল!
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল

বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিষ-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধু বান্ধবেরে,
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে,
কোথাকার সর্ব্বনেশে সর্ব্বিসের ফেরে!
এদিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশি দিন জল-ঝরা' সঘন গগন,
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিনী বাতায়নে
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁটমুণ্ড করি হেঁট্ মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ,
এদিকে যে গোরা মিলে' কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কি করিলে নাই কোন খোঁজ!
দেখিছ না আঁখি খুলে' ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে
দেশি শিল্প জলে গুলে করিল Finish!
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিষ!
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা!
সে তাকিয়া—গল্পগীতি সাহিত্য চর্চ্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো-ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার পতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির,

মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা করে' উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল।
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

শ্রাবণ। ১৮৮৭

নিষ্ফল প্রয়াস।

ওই যে সৌন্দর্য্য লাগি' পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধর প্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীর তিমির মগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্য তরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবন ললিত-লতা বাহুর বন্ধন,
এরা ত তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য্য-আভাস?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু আলিঙ্গন?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন?
তবে মোরা কি লাগিয়া করি হা-হুতাশ!

দেখ শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস !

১৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

হৃদয়ের ধন।

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি',—
তাহার সৌন্দর্য্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া !
অধরের হাসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া !

নাই—নাই—কিছু নাই—শুধু অন্বেষণ !
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া !
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

১৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

নিভৃত আশ্রম।

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে,
অনুপম জ্যোতির্ম্ময়ী মাধুরী-মূরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
রাখিব দুয়ার রুধি আপনাব মনে,
তাহার আলোকে র'ব আপন ছায়ায়,
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুক-নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে এসে' দেখে' হেসে' যায়!
ভ্রমর যেমন থাকে কমল-শয়নে,
সৌরভ-সদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয় মাঝে থাকি' র'ব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু র'ব সাথীসনে।

১৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭

নারীর উক্তি।

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্!
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?

তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে'
ওই তব আঁখি-তুলে'-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে' যাওয়া ?

কেন আন বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা' প্রাণ !
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
অাঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেষা
তুমি ত জান না তাহা—আমি তাহা জানি!

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে!

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি
অাঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা!

কোন কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।

নীরবে চরণ ফেলে চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও!
কাছে আস' আশা করে' আছি সারাদিন ধরে,'
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে' যাও!

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে'
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয় ত বা কাছে এস, হয় ত বা দূরে বস,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে;
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে!

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভাল বেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কি কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ!
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন!

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে!
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

তুমিইত দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা!

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে-চলে'-যাওয়া, এই কাছে-আসা!

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?

তর্কেতে বুঝিবে তা' কি! এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!
২১ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

পুরুষের উক্তি।

যে দিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধ' আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নিরাশা-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি, যারে ভাল লাগে
তাহারেই ভাল বলে' জানি।

সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না ত সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তা'রে কাছে টানি।

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য-হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে' চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণ কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢল ঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্দ্ধমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না আবরণ;

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে'—
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধ' চোখে দেখা,
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,

কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি,'
কি যে রাখি, কি যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে!

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস,
কুসুমিত ছায়া তরু তলে
জাগাই সরসী জল, ছিঁড়ি বসে' ফুলদল,
ধূলি সেও ভাল লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে' আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে' ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি' ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা করে'
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

স্থখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে' এলে,
রহিলে না ধ্যান- ধারণার!
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার!

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে!

আমি চাই তোমারে যেমন,
তুমি চাও তেমনি আমারে,

কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে' আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মূরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!

প্রাণ দিয়ে সেই দেবী পূজা
 চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
 দেবতার তরে থাক্ পুষ্প অর্ঘ্যভার।

২৩ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

শূন্য গৃহে।

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে,
 কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
 তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
 তা' বলে' কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
 তা' বলে' কি জননীর বাজে না বেদনা?

দুর্ব্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
 মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভর-হারা ধূলায় লুটায়ে সারা,
 সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম!

সেথাও জগত তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ!
ছিন্ন করি' অন্তরাল অসীম রহস্য জাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহ মুখ!

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণ মর্ম্মর কণ্ঠস্বর—
"আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর!

"নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে;
তোমার ব্যাকুলস্বর উঠিছে আকাশ পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে!"

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাশ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত?

আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদ মুখ!

শূন্য পড়ে আছে গেহ,   নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ!

সেইটুকু মুখখানি,   সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ   শুষ্ক মরুভূমিবৎ,—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে?

এ আর্ত্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চির-নীরবতা?
সমস্ত মানব প্রাণ   বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহ বক্ষে বাজিবে না ব্যথা!

১১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

জীবন মধ্যাহ্ন।

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।

অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল,
ভাবনা ভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার,
ধরণীর ধূলি মাঝে গুরু আকর্ষণ
পতন হইল কতবার!
আপনার পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই,
দর্প চূর্ণ হয়ে' গেছে ধূলি সাথে মিশে'
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর!
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ,
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ!

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
    চিরস্রোত সান্তনার ধারা।
নিশীথ আকাশ মাঝে নয়ন তুলিয়া
    দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা,—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
    জ্যোতির্ম্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহা জ্যোতি,
    অপ্রকাশ, চির স্বপ্রকাশ!

যখন জীবন-ভার ছিল লঘু অতি,
    যখন ছিল না কোন পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে
    জানি নাই তোমার প্রতাপ,
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
    সৌন্দর্য্য অসীম অতুলন।
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
    দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার
    প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে;
বৈশাখের নীলধারা বিমল বাহিনী
    ক্ষীণ গঙ্গা সৈকত-শয়নে;

শিরোপরি সপ্ত ঋষি, যুগযুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট নয়ান ;
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান ;

নিত্য-নিঃশ্বসিত বায়ু ; উন্মেষিত উষা ;
কনকে শ্যামলে সম্মিলন ;
দূর-দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস ;
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন ;
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি,'—
জগতের মর্ম্ম হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ ধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিঃশ্বাস লাগি' জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ। ১৮৮৮।

শ্রান্তি।

কতবার মনে করি পূর্ণিমা-নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি সম ধীরে যদি মুদে' আসে
এ শ্রান্ত জীবন!
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়ন দ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে গঙ্গা কোথা বহে' চলে
নিদ্রায় সুসুপ্ত দুই পার।

মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবন গাথা
আপনার মনে ;
চির জীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে' গলে' আসে
নয়নের কোণে।
স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হ'তে নিঃস্বপ্ন অতলে ;
ভাসান' প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে !

১৬ বৈশাখ। ১৮৮৮।

বিচ্ছেদ।

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি ;—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ;
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিঃশ্বাস ;
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধ হিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি, অন্তিম মহিমা
সহসা ঘেরিল তারে কনক আলোকে,
বিষণ্ণ কিরণ-পটে মোহিনী-প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে' অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,—
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল,
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ। ১৮৮৮।

মানসিক অভিসার।

মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি' বাতায়ন হ'তে নয়ন উদাস,
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিঃশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস!

ত্যজি' তার তনুখানি, কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়;
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়ত বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানস-মূরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ তিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস।

২১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

— —

পত্রের প্রত্যাশা।

চিঠি কই!—দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে' ফেল,
আর ত লাগে না ভাল ছাইপাঁশ পড়া!
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া!
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি,' টলমল পড়ে ঢুলি'
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে' দূর দেশে
কি পড়িব দিন-শেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বল গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে!
গভীর গুঞ্জন-স্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতি-কণ্ঠস্বর!
তীরতরু ছায়ে ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর!

পাখী তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে,

তার সেই স্নেহস্বর ভেদি' দূর দুরান্তর
কেন এ কোলের পর আসে না নীরবে !
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি,
কলরবভরা প্রীতি লয়ে' তার মুখে,
দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত
নিশি নিমেষের মত কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলি ত মনে আছে, যত দিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালবেসে,
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায়নি ঠাঁই,
মুহূর্ত্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা'কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে চোখে আসে জল,
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু চারিটি তুচ্ছ কথা জীবন সম্বল !

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
"তুমি ভাল আছ কি না" "আমি ভাল আছি।"
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে',
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত
মাঝে ব্যবধান কত নদী গিরি পারে,—

স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে'   দুঁহু করস্পর্শ লয়ে'
অক্ষরের মালা হয়ে' বাঁধে দু'জনারে।

কই চিঠি! এল নিশা,   তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে।
অন্ধকার নদীতীরে   বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল,   দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়,   ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিঃশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা   চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি।
আর যে আসে না আসে   উন্মুক্ত এ মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে,   অন্ধকার হতে কহে,
"যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা!
সীমা পরপারে থাকি'   সেথা হতে সবে ডাকি,
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।"

২৩ বৈশাখ। ১৮৮৮।

বধূ।

"বেলা যে পড়ে' এল, জল্‌কে চল্‌!"—
পুরোণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল!"

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা!

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেথানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি'।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি'।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জল রেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে!

হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখি জল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে!
"কিছুতে নাহি তোষ, এত বিষম দোষ!
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?"

কেহবা দেখে মুখ কেহ বা দেহ;
কেহ বা ভাল বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালা গাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে' কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইক ভালবাসা নাইক খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো!

উঠিলে নব শশি, ছাদের পরে বসি
  আর কি উপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
  বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে' প্রভাতে শিবালয়ে
  প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
  প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
  যেন সে ভালবেসে চাহে আমারে!

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
  ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
  শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
  সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
  তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল!

ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্‌--
"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

১১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮

ব্যক্ত প্রেম।

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন ?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন,
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতাভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন ;

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কি ছিল এ প্রাণের আড়ালে!

বসন্তে উঠিত ফুটে' বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়;
প্রান্তরের প্রান্ত দিশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকেল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহ কাজ করি;
সুখ দুঃখ ভাগ লয়ে' প্রতিদিন যায় বয়ে,'
গোপন স্বপন লয়ে' কাটে বিভাবরী।

লুকান প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয় তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত!

ভাঙ্গিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও ত সেই আসে বসন্ত শরৎ,
বাঁকা সেই চাঁপা শাখে সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ!

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল;
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙ্গিয়া দেখেনি কেহ হৃদয় গোপন গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,'
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কি বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভাল বেসেছিলে?
ভুল ভেঙ্গে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি ত ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিল নিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে' কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখ আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে!
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে!

ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে!

১২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

গুপ্ত প্রেম।

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কি বলে' আপনারে দিব তা'য়!

ভাল বাসিলে ভাল যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভাল বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক্ সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে!

যার নবনী-সুকুমার কপোলতল
কি শোভা পায় প্রেম-লাজে গো!
যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল'
তারেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয় মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে ত দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে' যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনেরি অন্ধকূপে থেকে যায়!

দেখ, বনের ভালবাসা আঁধারে বসি'
কুসুমে আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে!

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরাণে আছে যাহা জাগিয়া,

তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা'
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সেত সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই ত রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনোআশা দলে' যাই,—
পাছে সে মোরে দেখে' থমকি' বলে "এ কে!"
দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে "এও কি প্রেম জানে!
আমি ত এর পানে চাহিনি!"

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

অপেক্ষা।

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,

চাহিয়া থাকে ধরণীপানে
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীব নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে' মিলনহীন,
এখনো তার বিরহ-গাথা
বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখ আইল ঘাটে
এল না ছায়া তবু।
কলস ঘায়ে ঊর্ম্মি টুটে,
রশ্মি রাশি চূর্ণি' উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর
চুম্বি যায় কভু।

দিবস-শেষে বাহিরে এসে
সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে'
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা
বিজন ফুলবনে।

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি'
করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ পড়ে'
তুলেছে রাঙা করি'।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি' পড়ি'।

জলের পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি,

সরমহীন আরাম সুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি'।

সলিল তলে সোপান পরে
উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা
গন্ধ দের তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখী,
আপন মনে উঠিছে ডাকি,'
বিবশ হয়ে বকুল ফুল
খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে
মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশ-শেষে যেতেছে দেখা,

নিদ্রালস আঁখির পরে
　ভুরুর মত কালো।

বুঝিবা তীরে উঠিয়াছে সে
　জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবন-লাবণ্য যেন
　লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন করে'
　পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি',
আঁটিয়া লয়ে' কাঁকণ খানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
　বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি' যুঁথির হার,
　বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
　রেখার মত রাখি'।

বাজিবে তার চরণ ধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন্, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে' দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা ?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি' রবে ছবির প্রায়
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধার তলে গুপ্ত হয়ে'
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,'
আসিবে মুদে' লক্ষ কোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে
আলোতে করে দূর

যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে
আপনা-ভরপূর।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়
হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি'
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,'
ত্বরিৎ যেন গিয়েছি দোঁহে
জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুল গতি ব্যগ্র প্রাণে,

সহসা এসে মিশিয়া গেল
　　নিশীথ-পারাবারে!

থামিয়া গেল অধীর স্রোত
　　থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,'
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
　　দোঁহার অবসান।

১৪ই জ্যেষ্ঠ। ১৮৮৮।

দুরন্ত আশা।

মর্ম্মে যবে মত্ত আশা
　　সর্প সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
　　দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভাল মানুষ সেজে,
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
　　খেলিতে হবে কসে'!

অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোষে বসে'।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-অাঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি,
গৃহের প্রতি টান;
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড়
বাঙ্গালী সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন!

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি'
চলেছি নিশি দিন ;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে'
শোণিত উঠে ফুটে,'
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্য্যালোতে,
সন্তরিয়া মৃত্যু স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা,
সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধু মাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
　　বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে'
　　জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য সম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ
　　ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
　　আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে'
　　গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি'
　　বাজাও ওকি সুর!
তব্‌লা বাঁয়া কোলেতে টেনে
　　বাদ্যে ভরপূর!
কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে
পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জান্‌লা দিয়ে পশিছে ঘরে
　　বাতাস ঝুরুঝুর।

পানের বাটা, ফুলের মালা,
তব্‌লা বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর!

কিসের এত অহঙ্কার!
দম্ভ নাহি সাজে!
বরং থাক মৌন হয়ে
সসঙ্কোচ লাজে!
অত্যাচারে, মত্ত পারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহ মাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি'
বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত যোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর।

পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি,'
ঘৃণায় মাথা অন্ন খুঁটি,'
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
    যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে বসে' গর্ব্ব কর
    পূর্ব্ব পুরুষের,
আর্য্য-তেজ-দর্প ভরে
    পৃথ্বী থরহর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
    মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না ত
    ভদ্রতার বাণী!
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,'
প্রকাশহীন চিন্তা রাশি
    করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
    বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে
    শান্তি নাহি মানি।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

দেশের উন্নতি।

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ
    রয়েছে রেশ কানে,
কি যেন করা উচিত ছিল
    কি করি কে তা' জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারত মাতা করেন্ groan,
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
    গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এস ত করি নামটা সহি
    লম্বা পিটিষানে।
আয় রে ভাই সবাই মাতি,
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্য্যজাতি
    রসাতলের পানে!

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি'
    দু' হাতে দাও তালি!

আমরা বড় এ যে না বলে
 তাহারে দাও গালি!
কাগজ ভরে' লেখরে লেখ,
এম্‌নি করে' যুদ্ধ শেখ,
হাতের কাছে রেখরে রেখ
 কলম আর কালী!
চারটি করে' অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা আপিষ যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
 বাক্যানল জ্বালি';
কাঁদিয়া লয়ে' দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে'
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
 করিয়ো চতুরালী!

দূর হোক্ এ বিড়ম্বনা,
 বিদ্রূপের ভাণ!
সবারে চাহে বেদনা দিতে
 বেদনাভরা প্রাণ!
আমার এই হৃদয়তলে
সরম তাপ সতত জ্বলে,

তাই ত চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়না ভাই বিরোধ ভুলি,
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধূলি
আকাশ পরিমাণ!
পরের মাঝে, ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান!

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে!
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্ম্মে যেন লজ্জা পাই,

নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে!
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে!

পরের কাছে হইব বড়
এ কথা গিয়ে ভুলে'
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণ মূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি'
চুপ করে' না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে'!
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি,'
তাহাই যেন সমাধা করি,
"কি করি" বলে' ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে'।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে

জীবনরাশি যাইব রেখে
 ভবের উপকূলে।

সবাই বড় হইলে তবে
 স্বদেশ বড় হবে;
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
 সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
 দলিত হয়ে' র'বে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহঙ্কার
 উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভাণে,
পেথম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে,
 আপন গৌরবে!

বাহবা কবি! বলিছ ভাল!
 শুনিতে লাগে বেশ!

এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ!
"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা"
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি' সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্য্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বল টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দ্দশার শেষ!
যাক্‌না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক্‌ শ্লোক
"জাতীয়" উপদেশ!
নয়ন বাহি' অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিত কেশ!

রক্ষা কর! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!

সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই!
দশ-জনাতে যুক্তি করে'
দেশের যারা মুক্তি করে
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে
তাদের আমি নই!
"জাতীয়" শোকে সবাই জুটে'
মরিছে যবে মাথাটা কুটে'
দশদিকেতে উঠিছে ফুটে'
বক্তৃতার খই—
হয়ত আমি শয্যা পেতে'
মুগ্ধহিয়া আলস্যেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীর-শাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হৈ হৈ।

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত!

"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা"
　　থাকুক্ আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি,
তুমিও চল আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
　　নির্ব্বোধের মত!

ঘরেতে ফিরে খেলগে তাস
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাক বারটি মাস
　　আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে,
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
　　মলিন পশুপ্রায়!
তরল হাসি-লহরী তুলি'
রচিয়ো বসি' বিবিধ বুলি,
সকল কিছু যাইয়ো ভুলি'
ভুলো না আপনায়!

আমিও রব তোমারি দলে
　　পড়িয়া এক ধার।

মাহুর পেতে' ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির
অসংশয়ে করি' স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাক
সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক,
নিজেরে বড় করিয়া রাখ
মনেতে আপনার!
বাঙ্গালী বড় চতুর, তাই
আপনি বড় হইয়া যাই,
অথচ কোন কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার!
হোথায় দেখ খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার!
ফুকারো তবে উচ্চরবে
বাঁধিয়া একসার,

মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
　　আর্য্য পরিবার!

১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

বঙ্গবীর।

ভুলুবাবু বসি' পাশের ঘরেতে
নাম্‌তা পড়েন উচ্চস্বরেতে,
হিষ্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
　　কেদারা হেলান্‌ দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন্‌,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
　　দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
　　পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙ্গার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে;

কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্ম্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খসে' পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা ;
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে' কত হয় শেখা !

পড়িয়াছি বসে' জানলার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কা'রা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তা'রা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কি তারিখে।
কর্ত্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ করে' কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড় কথা শুনি, বড় কথা কই,
জড় করে' নিয়ে পড়ি বড় বই,

এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই
    কে পারে রাখিতে চেপে।
কেদারায় বসে' সারাদিন ধরে'
বই পড়ে' পড়ে' মুখস্থ করে'
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে
    বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম সকম
    এতেই যা' কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে'
করি কত মত গুরুমারা টীকে,
    লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষ মূলর বলেছে "আর্য্য,"
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় বলে' করেছি ধার্য্য,
    আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক!
আমরাও তাই,—করিয়াছি ঠিক,

এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্!
শাপ দি’ পৈতে ছুঁয়ে!

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে’ বারো তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই কর অভ্যাস!

আলো চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য্য পেত’ হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ করে,’
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ তেজ
মনু তর্জ্জমা পড়ে’।

সংহিতা আর মুর্গি জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,

বিশেষতঃ এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো!
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো!

ম্যারাথন্ আর থর্ম্মপলিতে
কি যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে সম!
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তা'রা এত কথা কি বুঝিবে ছাই!
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই,
বুক ফেটে যায় মম!

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবন-চরিত
না জানি তা হলে কি তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস্!
মিল করে' করে' কবিতা লিখিত,
দু' চারটে কথা বলিতে শিখিত,

কিছু দিন তবু কাগজ টিঁকিত
উন্নত হত দেশ!

না জানিল তারা সাহিত্য-রস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াষিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো!
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস্‌
এরা সে কথার না জানিল লেশ,
হায় অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো!

আমি দেখ ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হ'তে হিষ্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা!
জ্বলে' ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে,'
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে,
তবুও যা হোক্‌ স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা!

যাক্‌, পড়া যাক্‌ "ন্যাস্‌বি" সমর,
আহা, ক্রমোয়েল্‌, তুমিই অমর!

থাক্ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর,
　　কাহিল হতেছে বোধ!
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু!
আরে, আরে এস! এস ননি বাবু!
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক্ গ্রাবু
　　কাল্‌কের দেব শোধ!

২১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

সুরদাসের প্রার্থনা।

ঢাক' ঢাক' মুখ টানিয়া বসন,
　　আমি কবি সুরদাস।
দেবি, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে
　　পূরাতে হইবে আশ!
অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্ম্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে
　　জীবন করিছে গ্রাস!
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি,
　　তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর
　　পঙ্কিল আমি অতি!

তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি,
পাপের তিমির পুড়ে' যায় জ্বলে'
কোথা সে পুণ্য-জ্যোতি!
দেবের করুণা মানবী আকারে,
আনন্দধারা বিশ্ব-মাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে,
তোমার চরিত র'বে নির্ম্মল,
তোমার ধর্ম্ম র'বে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি' দাও লীন
তোমার পুণ্যমাঝে!

তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী
লজ্জা নাহিক তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়!
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও
খুলে' দাও মুখ আনন্দময়ি,
আবরণে নাহি কাজ!

নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল,
উদ্যত যেন বাজ !

জান কি আমি এ পাপ আঁখি মেলি'
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন্ পেরেছ জানিতে ?
বিমল হৃদয়-আরশি খানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিঃশ্বাস রেখা-ছায়া ?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মত রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হ'তে ?
মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম

ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্‌ কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাত-রশ্মি সম ;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম !
এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই
ফুটেছে মর্ম্মতলে ;
নির্ব্বাণহীন অঙ্গার সম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ !
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক্ !

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধ বরণ সন্ধ্যা নীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,

বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনক কিরণ জ্বালা,
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরত-আকাশে অসীম বিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে!

ইহারা আমারে ভুলায় সতত
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরী মদিরা পান করে' শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে!
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরী কাড়ি,

পাগলের মত রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুম গন্ধ
বসন্ত সমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্ব্ব শরীরে পশে !
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।
চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা
কল্প মূরতি কত,
কুসুম কাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মত !
শ্লথ হয়ে' আসে হৃদয় তন্ত্রী
বীণা খসে' যায় পড়ি'।
নাহি বাজে আর হরিনাম গান
বরষ বরষ ধরি'।

হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
 পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল
 অকূল লবণ-নীরে!
গিয়েছিল, দেবি, সেই ঘোর তৃষা
 তোমার রূপের ধারে,
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
 লোপ কর একেবারে!

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি
 পশেছে জীবন মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতি খানি
 কেটে কেটে লও তুলে'!
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
 নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে
 জগৎ ছায়ার মত।

যাক্, তাই যাক্! পারিনে ভাসিতে
 কেবলি মূরতি স্রোতে!
লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন
 মূরতি ভুবন হ'তে!

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে' যাবে
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িবা বসিয়া
র'ব আমি বারো মাস।

থাম একটুকু! বুঝিতে পারিনে,
ভাল করে' ভেবে দেখি!
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল র'বে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,

বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তি রূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে র'বে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযুব রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা!
সে নব জগতে কাল স্রোত নাই,
পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন র'বে চাহি।

তবে তাই হোক্, হোয়ো না বিমুখ,
দেবি, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক্‌না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি!
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চির দিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী!

২৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন।

হউক্ ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক্,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক্ সপ্তলোক!
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই,

কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
 বিদ্রূপ কেন ভাই !
আমার এ লেখা কারো ভাল লাগে
 তাহা কি আমার দোষ ?
কেহ কবি বলে, (কেহ বা বলে না)
 কেন তাহে তব রোষ ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
 বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
 কত ব্যথা ভেদ করি' ?
রাঙা ফুল হয়ে' উঠিছে ফুটিয়া
 হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত
 পোহাইয়ে দুখ রাত।
উঠিতেছে কত কণ্টকলতা
 ফুলে পল্লবে ঢাকে,
গভীর গোপন বেদনা মাঝারে
 শিকড় আঁকড়ি' থাকে।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
 সে সাধ ফুটিছে গানে,

মরীচিকা রচি' মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে!
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্ম্ম-কুসুম মম,
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্ন সম।
কোন ফুল যাবে দু' দিনে ঝরিয়া
কোন ফুল বেঁচে র'বে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে ক'বে।
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন,
নয়নে কঠোর হাসি!
দূর হ'তে যেন ফুঁসিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি!
কঠিন বচন জরিছে অধরে
উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে
সবার লাগিবে ভাল,

যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
　　সবারে দিবে সে আলো ;
অন্তর মাঝে সবাই সমান,
　　বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণা প্রবাহে
　　সান্ত্বনা দিবে সবে।
এই মনে করে' ভালবেসে আমি
　　দিয়েছিনু উপহার,
ভাল নাহি লাগে, ফেলে যাবে চলে'
　　কিসের ভাবনা তার !

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
　　তুমিও দাও না এনে !
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
　　তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু জানিয়ো আলোক কখনো
　　থাকে না ত ছায়া বিনা,
ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে ;
　　তুমি করিয়ো না ঘৃণা !
এতই কোমল মানবের মন
　　এমনি পরের বশ,

নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়ন কোণের চাহনি ছুরিতে
মর্ম্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহেত সহজ,
দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানব মনের অনল নিভাতে
আপনারে বলিদান।

ঘৃণা জ্বলে' মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন,
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন!
তুমিও র'বে না, আমিও র'ব না,
দু' দিনের দেখা ভবে,
প্রাণ খুলে' প্রেম দিতে পার যদি
তাহা চিরদিন র'বে।

দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ!

নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা' পারি তাও করিব না?
নিস্ফল হব ভবে?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে'
দিব না কি তাহা সবে?
হয় ত এ ফুল সুন্দর নয়
ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল!
দু'দিনে ভাঙ্গিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

২৪ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

কবির প্রতি নিবেদন।

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তল ছবি?
চারিদিকে লোকজন চলিতেছে সারাক্ষণ,
আকাশে উঠেছে খররবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানস ভুবন ?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি' কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত-পবন ?

নিখিলের আনন্দ ধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম ?
জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর,
শুনিতেছ আপনারি নাম !

আকাশের পাখী তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে ?
বলে সবে বাহা বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে !

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাত গগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্দ্ধ-নয়ন এ ভুবনে।

পথ হ'তে শত কলরবে
গাও, গাও, বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই, গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে !

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতর হবে!
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মত বসে' র'বে!

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে' আসে।
শুনে' যা'রা যায় চলে' দু' চারিটা কথা বলে'
তা'রা কি তোমায় ভালবাসে?

কত মত পরিয়া মুখোষ
মাগিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আন দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তা'রা ধরে কত দোষ।

মন্দ কহিছে কেহ বসে,'
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ দম্ভভরা দেহ
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে
সাবাস্ সাবাস্ বলে কেহ।

হায় কবি এত দেশ ঘুরে'
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে!
এ যে কোলাহল-মরু, নাই ছায়া, নাই তরু,
যশের কিরণে মর পুড়ে'!

দেখ, হোথা নদী পর্ব্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্ত মুখে ছুটায় গগনবুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চির রূপরাশি, চির মধুময় হাসি,
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখ একেলা আপনি
আকাশের তারা গণি' গণি'
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে
সেথায় পশে না কলধ্বনি।

দেখ হোথা নূতন জগৎ;
ওই কা'রা আত্মহারাবৎ
যশ অপযশ বাণী কোন কিছু নাহি মানি'
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখ না পূরিতে আশ
মরণ করিল কা'রে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কা'রা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন,
হৃদয়েব স্রোত উঠি' গোপন আলয় টুটি'
দূর দূর করিছে মগন।

ওই কা'রা বসে' আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল পুরে।
অরুণ-প্রকাশ প্রায় আকাশ ভাসিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

হোথা উঠে নবীন তপন,
হোথা হ'তে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালবাসা, নব গান, নব আশা,
অসীম বিরাম-নিকেতন।

হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎ-ময়
ওইখানে মিলিয়াছে নর নারায়ণ।

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল মাঝে ?

২৫ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

গুরু গোবিন্দ।

"বন্ধু, তোমরা ফিরে' যাও ঘরে
এখনো সময় নয়।"
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর ;
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।

"যাও রামদাস, যাও গো লেহারী,
সাহু ফিরে যাও তুমি !
দেখায়ো না লোভ, ডাকিয়ো না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্ম্ম সাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহুদূরে
জীবন-রঙ্গভূমি !

ফিরায়েছি মুখ, রুধিয়াছি কান,
লুকায়েছি বনমাঝে।

সুদূরে মানব-সাগর অগাধ,
চির-ক্রন্দিত ঊর্ম্মি-নিনাদ,
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন কাজে।

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হ'তে।
সুপ্ত নিশীথে জেগে' উঠে' তাই
চমকিয়া উঠে' বলি "যাই, যাই,"
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানব স্রোতে।

তোমাদের হেরি' চিত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি
সর্প সমান করি' উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারী যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্‌!

হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে' জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে,

অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

তুরঙ্গ সম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি' তা'য
রশ্মি পাকড়ি' আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে'
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

সমুখে যে আসে, সরে' যায় কেহ
পড়ে' যায় কেহ ভূমে।
দ্বিধা হয়ে' বাধা হতেছে ভিন্ন,
পিছে পড়ে' থাকে চরণ-চিহ্ন,
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নিধূমে।

শতবার করে' মৃত্যু ডিঙ্গায়ে
পড়ি জীবনের পারে।
প্রান্ত গগনে তারা অনিমিখ
নিশীথ তিমিরে দেখাইছে দিক,
লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুইধারে।

কভু অমানিশা নীরব নিবিড়,
কভু বা প্রখর দিন।
কভু বা আকাশে চারিদিকময়
বজ্র লুকায়ে মেঘ জড় হয়,
কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙ্গে পড়ে দয়াহীন।

আয়, আয়, আয়,—ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে'।
বেগে খুলে' যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখসম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে'।

সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,—
আহ্বান শুনে' কে কা'রে থামায়,
ভক্ত হৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি' উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

কোথা যাবি, ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।

প্রভাতে শুনিয়া আয়, আয়, আয়,
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে' যায়,
নিশীথে শুনিয়া, আয় তোরা আয়
ভেঙ্গে যায় ঘুমঘোর!

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক,
ভরে' যায় ঘাটবাট।
ভুলে' যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে' যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

থাক্, ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন!
এখনো সময় নয়!
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি,'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব গগণে
দেখিতে অরুণোদয়।

এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,

দিবানিশি শুধু বসে' বসে' শোনা
　　আপন মর্ম্ম বাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
　　দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
　　যোগ্য হ'তেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
　　আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
　　পূর্ণ দেখিব কবে!

কবে প্রাণ খুলে' বলিতে পারিব
　　"পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
　　জাগরে সকল দেশ!

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু পিছু!
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই, নাই আর কিছু!"

হৃদয়েব মাছে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
"উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে!
ওই চেয়ে দেখ কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে'
আসে লোক কত শত!

"ওই শোন, শোন, কল্লোল-ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি'
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,'
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তা'রা!"

ওই চেয়ে দেখ দিগন্তপানে
ঘন ঘোরঘটা অতি।

আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,'—
তাই বসে' বসে' হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

যাও তবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে' যাও সখাগণ!
এস দেখি সবে যাবার সময়
বল দেখি সবে গুরুজীর জয়,
দুই হাত তুলি' বল জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন!"

বলিতে বলিতে প্রভাত তপন
উঠিল আকাশ পরে।
গিরির শিখরে গুরুর মূরতি
কিরণছটায় প্রোজ্জ্বল অতি;
বিদায় মাগিল অনুচরগণ,
নমিল ভক্তিভরে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নিষ্ফল উপহার।

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।

মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

ঝরঝার নির্ঝরে অঙ্কিতকায
দুইতীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা
রৌদ্র বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দ বিহীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।

কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুইপাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,'
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়!

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু;
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।

সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি" করযোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলযখানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে!"

২৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

পরিত্যক্ত।

বন্ধু!—
মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোক-রশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি' যেন
রক্তকমল ফুটে!

প্রতিদিন যেন পূর্ব্বগগনে
চাহি' রহিতাম একা,—

কখন্ ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি'
নব-জাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎ-রাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার ;
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তা'র।
ধন্য হইল মানব-জনম
ধন্য তরুণ প্রাণ।
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে' গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ মাঝে
আমারো রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম যোড়করে—

"এই লহ, মাতঃ, এ চিব-জীবন
সঁপিনু তোমারি তবে!"

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরি কথা শুনে,
সেই দিন হ'তে কণ্টক পথে
চলিয়াছি দিন গুণে'।
পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচাব,
একে একে সবে পব হযে যায়
ছিল যা'রা আপনাব।
ধ্রুবতাবা পানে বাখিযা নয়ন
চলিযাছি পথ ধবি,'
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন কবি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে, বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ "বসে' থাক, বাপু,
ছিল যাহা, তাই ভালো,

যা' হ'বার তাহা আপনি হইবে
কাজ কি এতই আলো!"
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ,
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যা'রা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি' অসত্য-পাশ,
ঘর হ'তে বসি' করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এতদূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি,
চির জীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি'।
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙ্গেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে, যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি'
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙ্গিছ কেমন করি'?

তবে সেই ভাল, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক্ !
গৃহকোণে এই জীবন আবেগ
করি বসে' পরিপাক !
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধু,
শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়িয়া, বাহির
করি যৌবন-মধু !
ফুটন্ত নব-জীবনের পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলি সাথে তারে
করে' দিই একাকার !

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি ?
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়
নদীব প্রবল বারি ?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন্,
চলেছি যখন্ কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে ?

সে নবীন আশা নাইক যদিও
তবু যাব এই পথে,
পাবনা শুনিতে আশীষ বচন
তোমাদের মুখ হ'তে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নূতন পরাণ আনি'
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি'
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ করে'।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটী-কুটিল
নয়ন আলোকহারা।
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা হা হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত-হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিষ্ঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কি করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে!

তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হ'তে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

ভৈরবী গান।

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি
বিষাদ-শান্ত-শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই
প্রভাতে!
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি'।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম বাহুঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি।
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যা'রে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তা'রে
ফিরে' দেখে আসি শেষবার ;
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার !
যা'রা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সঙ্কটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।
তবে ফিরে' যাওয়া ভাল তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরু-মর্ম্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহু-কুহরিত বিরহ-রোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে,

সেই চির-কলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে

সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে !

হায় অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপন মর্ম্ম-দাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী।
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশা-কাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
"হোল না, কিছুই হ'বে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
র'বে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি' লবে না।

"এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,
কা'র তরে মরি খাটিয়া !
আমি কা'র মিছে দুখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া !

ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত অাঁটিয়া!

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মত খসিয়া,
হায় বসন্ত বায়ু মিছে চলে' গেল
শ্বসিয়া!
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া!

"শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চির-জীবনের তিয়াষে!
এই দগ্ধ হৃদয় এতদিন আছে
কি আশে!
সেই ডাগর নয়ন সরস অধর
গেল চলি' কোথা দিয়া সে!"

ওগো, থাম ! যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তা'রে আর ফিরে' চেয়ো না !
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না !
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না !

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে ?
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে !
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী
না জানি কোথায় নিবসে !

থাম' ! শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া !
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যা'রা আছে
পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া,

গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।
তা'রা পড়ে' ভূমিতলে ভাসে আঁখি জলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া!

হায়, উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবু ও
পারে না তাহারা উঠিতে!
তা'রা পারে না ললিত লতার বাঁধন
টুটিতে!
তা'রা পথ জানিযাছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে!

তা'রা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
র'বে দূর আলো পানে নিদ্রা-নয়ানে
চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তা'রা
দিবস রজনী বাহিয়া!

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তা'রা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে!

সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে!

ওগো এর চেয়ে ভাল প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

২৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

ধর্ম্ম প্রচার। *

(কলিকাতার এক বাসায়)

ওই শোন, ভাই বিশু,
পথে শুনি "জয় যিশু"!
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্য্য শিশু!

---

* (এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।)

কূর্ম্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন কর তু বন্ধ!
যদি যিশু ভজে র'বে না ভারতে
পুরাণের নাম গন্ধ!

ওই দেখ, ভাই, শুনি,
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুণোখুণি!

কোথায় রহিল কর্ম্ম!
কোথা সনাতন ধর্ম্ম!
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদ পুরাণের মর্ম্ম!

ওঠ, ওঠ ভাই, জাগো!
মনে মনে খুব রাগো!
আর্য্য শাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো!

কাছা কোঁচা লও অাঁটি,'
হাতে তুলে লও লাঠি!
হিন্দুধর্ম্ম করিব রক্ষা
খৃষ্টানী হ'বে মাটি!

কোথা গেল ভাই ভজা!
হিন্দুধর্ম্ম-ধ্বজা!
ষণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হ'ত দুশো মজা!

এস মোনো, এস ভুতো!
পরে লও বুট জুতো!
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোন ছুতো!

আগে দেব দুয়ো তালি,
তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙ্গালী।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,'
আমি নেব টুপি কেড়ে'।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে পড়ে'
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে'!

কাঁচি দিয়ে তা'র চুল
কেটে দেব বিল্‌কুল্‌।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে' দেব নির্ম্মূল!

তবে উঠ,' সবে উঠ'!
বাঁধ কটি, আঁট মুঠো!
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অম্‌নি
সাথে নিয়ো লাঠি ছুটো!

(দলপতির শিষ ও গান)
প্রাণ সইরে,
মনোজ্বালা কারে কই রে!

(কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাঠি হস্তে
মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান)
পথে। বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম।
গেরুয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃত পদ
মুক্তি ফৌজের প্রচারক)—
"ধন্য হউক্ তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম!
ভুবন মাঝারে হউক্ উদয়
নূতন জেরুজিলাম!
ধরণী হইতে যাক্ ঘৃণা দ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক্!
মুছে দাও প্রভু মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণ শোক!

তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি
কর' তাহাদের দান!
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে কর ত্রাণ!"

"ওরে ভাই বিশু, এ কে!
জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে'!"

"হারু তবে তুই এগো!
বল্—বাছা, তুমি কে গো!
কিচিমিচি রাখ, ক্ষিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!"

"বধির নিদয় কঠিন হৃদয়
তারে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কি করিতে পারি—"
"হরিবোল্ হরিবোল্!

"আরে, রেখে দাও খৃষ্ট!
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে' চড়' পড়' বাবা পড়'
হরে হরে হরে কৃষ্ণ!"

"তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুশ গুরুভার করিব বহন,—"
"বেশ, বাবা, বেশ বেশ!"

"দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে!
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন, আপনার দেশ
হয়েছি সর্ব্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি'।
সুখ সভ্যতা রমণীর প্রেম
বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি' দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি'!
এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।

তখন্ তোমার রক্ত-সিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি!
ওই প্রেম তুমি কর বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যা'রা এসেছে, তাহারা
ঘরে যাক্ সুধা নিয়ে!
পাপ লয়ে' প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক্ বুকে।
পড়ুক্ প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে!"

"আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্য্যরক্ত দহে!"
"ওহে হারু, ওহে মাধু লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাওতহে!"

"যদি চাস্ তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ণ!"
"ধন্য হউক্ তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃষ্ট!"

"তবেরে লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি' !"
"হিন্দুধর্ম্ম হউক্ রক্ষা
খৃষ্টানী হোক্ মাটি !"
(প্রচারকের মাথায় লাঠি প্রহার।
মাথা ফাটিয়া রক্তপাত। রক্ত মুছিয়া)

"প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন্ তিনি শুভমতি !
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি !"

"ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাসা দেখার এই কি সময়,
প্রাণে ভয় নেই কারু ?"

"পুলিষ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া,
এই বেলা দাও দৌড় !"
"ধন্য হইল আর্য্য ধর্ম্ম,
ধন্য হইল গৌড় !"
(ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)—

(বাসায় ফিরিয়া)
সাহেব মেরেছি! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি'!
মেজবউ কোথা! ডেকে দাও তারে!
কোথা ছোকা! কোথা লুচি!
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছসি',
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কি জানি কি করে' বসি!
স্বামী যবে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা!
আর্য্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা!
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে' খেলে সবে!
মারধোর করে' হিন্দুধর্ম্ম
রক্ষা করিতে হবে!
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচি ছোকা!
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে' খোকা!

৩২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ।

(বাসর-শয়নে)

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই!
এস, সব ভুলে' আজি আঁখি তুলে'
শুধু দুঁহুঁ দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে সরমে ভরমে
যোড়া লাগিয়াছে একঠাঁই,
যেন এক মোহে ভূলে' আছি দোঁহে
যেন এক ফুলে মধু খাই!
জনম অবধি বিরহে দগধি'
এ পরাণ হয়েছিল ছাই,
তোমার অপার প্রেম পারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই!
বল একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কা'রে নাহি চাই!"
ওঠ কেন, ও কি! কোথা যাও সখি?
কনে। (সরোদনে) "আইমার কাছে শুতে যাই!"

(দু'দিন পরে)

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?

উষা কি তাহার শুকতারা-হারা
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি'
আশার সমাধি পরে?
খসে'-পড়া' তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কি লাগি কাঁদিছ?
কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

(অন্দরের বাগানে)

বর। কি করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল!
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলুকুল।
সারাদিনমান শুনি' সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল!

আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে' আছে বুঝি ঝরো ফুল ?
বুঝি মুখ কা'র মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল !
কা'র কথা বলি' বায়ু পড়ে ঢলি'
কানে দুলাইয়া যায় দুল !
গুন্ গুন্ ছলে কা'র নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল ?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল !
কি করিছ বনে কুঞ্জ-ভবনে ?
কনে।— খেতেছি বসিয়া টোপাকুল !

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয় !
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয় !
আজি মোর মন কি জানি কেমন !
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণখুলে' মালতী-মুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।

যদি আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি'
আশাভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে' যদি প্রেম উঠে
নিয়ে আধ লাজ আধ ভয়!
তোমার লাগিয়া পরাণ জাগিয়া
নিশিদিন যেন সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়!
জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি' ক্ষয়?
তোমা তরে, সখি, বল, করিব কি?

কনে।— আরো কুল পাড়' গোটাছয়!—

বর। তবে যাই সখি, নিরাশা-কাতর
শূন্য জীবন নিয়ে!
আমি চলে' গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্ত বায়ু মায়া-নিঃশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্ত প্রায় আকাঙ্খা যত
পরাণে উঠিবে জিয়ে?
বিষাদিনী বসি' বিজন বিপিনে
কি করিবে তুমি প্রিয়ে?

বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে ?
কনে। দেব পুঁতুলের বিয়ে !

২৩ আষাঢ়। ১৮৮৮।

প্রকাশ-বেদনা।

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে,
হৃদয়-বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা !
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে' যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে' কেন ফোটে না ?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না ?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে,
ক্রন্দনহারা দুখে ;

শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
 ধ্বনিয়া উঠে না বুকে ?

অরণ্য যথা চির নিশিদিন
 শুধু মর্ম্মর স্বনিছে,
অনন্ত কালের বিজন বিরহ
 সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে,

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
 তেমনি গাহিত গান,
চিরজীবনের বাসনা তাহার
 হইত মূর্ত্তিমান !

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
 ক্রন্দন ধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত
 মর্ম্মে রহিত ফুটিয়া।

আজ মিছে এ কথার মালা !
 মিছে এ অশ্রু ঢালা' !
কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে
 বোঝাতে মর্ম্মজ্বালা !

৬ বৈশাখ। ১৮৮৯।

মায়া।

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা!

ছায়ার মতন ভেসে চলে' যায়
দরশন পরশন,
এই যদি পাই, এই ভুলে' যাই
তৃপ্তি না মানে মন।
কতবার আসে, কতবার ভাসে
মিশে যায় কতবার,
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যা পবনে কুঞ্জভবনে
নির্জ্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়-বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে!

কত দেখা-শোনা করে আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত!

চিরদিন ধরে' এমনি চলিছে,
যুগ যুগ গেছে চলে' ;
মানবের মেলা করে' গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে ;
এই ছায়া লাগি' কত নিশি জাগি'
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে,
মহাসুখ মানি' প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কা'র হাসি কথা ;
কোথা তা'রা আজ, সুখ দুখ লাজ,
কোথা তাহাদের ব্যথা ?
কোথা সে দিনের অতুল রূপসী
হৃদয়-প্রেয়সীচয় ?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া
আজ সে স্বপনো নয় !
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত,
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মত !
এত সুখ দুখ, তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ

যে রূপ-জ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস ?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙীন্
মেঘখানি ভালবাসে,
এও চলে' যায়, সেও চলে' যায়,
অদৃষ্ট বসে' হাসে !

১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৯।

বর্ষার দিনে।

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় !

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব!

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস!
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।

যে কথা এ জীবনে　রহিয়া গেল মনে
　সে কথা আজি যেন বলা যায়
　এমন ঘনঘোর বরিষায়!

৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৯।

মেঘের খেলা।

　স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
　সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালবাসা　হ'ত না হত-আশা
　কেবল কবিতার জল্পনা!

　মেঘের খেলা সম হ'ত সব
　মধুর মায়াময় ছায়াময়!
কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
　জগতে কিছু আর কিছু নয়!

　কেবল মেলামেশা গগণে,
　সুনীল সাগরের পরপারে,
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি' ঘিরি,'
　শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

　কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
　কখনো মিশে যায় ভাঙ্গিয়া,

কথনো ঘননীল, বিজুলি-ঝিলিমিল,
কথনো উষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা,
তেমনি বাধা তা'র সুকঠিন,
সকলি লঘু হয়ে' কোথায় যেত বয়ে'
ছায়ার মত হ'ত কায়াহীন!

চাঁদের আলো হ'ত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষণ।
সাক্ষী করি' বিধু মিলন হ'ত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিব তৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর,
প্রেমের থরে থরে বিরাম জাগিত রে,
দুখের ছায়া মাঝে রবিকর!

৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৯

ধ্যান।

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,

বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি!

তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল!
উদয় শিখরে সূর্য্যের মত
সমস্ত প্রাণমম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা!
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,

যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার !

২৬ শ্রাবণ। ১৮৮৯।

পূর্ব্বকালে।

প্রাণমন দিয়ে ভালবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চির-গৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?
তোমা-ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে ?

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভাল ত বেসেছে তা'রা,
আমি ততদিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে' কোন্ এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হ'তে
তোমারি প্রতীক্ষায় ;
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায় !

অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ!
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে!

২ ভাদ্র। ১৮৮৯।

অনন্ত প্রেম।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,

অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে' তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,

একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

২ ভাদ্র। ১৮৮৯।

আশঙ্কা।

কে জানে এ কি ভালো?
আকাশভরা কিরণ ধারা
আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো?

কত না শোভা, কত না সুখ,
কত না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ,
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারিধারে;

কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো?

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।
দিবস নিশি জাগিয়া আছি
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।
সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হ'বে
তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল র'বে
মৃত্যু-রেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো?

১৪ ভাদ্র। ১৮৮৯।

ভাল করে’ বলে’ যাও !

ওগো—　ভাল করে’ বলে’ যাও !
বাঁশরী বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও !
যদি　না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও !

আজি　অন্ধ-তামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি’।
শুধু　বাদলের বায় করি’ হায় হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি　কুন্তল দিব খুলে’।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে।
দুটি　বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে’।

সেথা　নিভৃত-নিলয়-সুখে
আপনার মনে বলে’ যেয়ো কথা
মিলন মুদিত বুকে।

আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলী যথা !
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্ম্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভাল করে' বলে' যাও !
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও !
শুধু কম্পিত সুরে আধ ভাষা পূরে'
কেন এসে গান গাও !

৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯৯।

মেঘদূত।

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
বসি', কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

সে দিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে' পড়েছিল অবিরল
চির দিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি!

সে দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
যোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা

ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে ? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রু বাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিনী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে সজল-নয়নে ?

তাদের সবার গান তোমার সঙ্গীতে
বাঁধি, পাঠায়ে কি দিলে, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিনী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' লয়ে দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হ'তে দিশাহারা।
পাষাণ শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন-গগন-চারী, কাতরে নিঃশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে ; ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা সম ; শিখরেতে উঠি'
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সে দিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদ মন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিনী সম !
কত কাল ধরে'
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত, বহু দীর্ঘ, লুপ্ত-তারাশশি
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন !
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হ'তে !

ভারতের পূর্ব্ব শেষে
আমি বসে' আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে

জয়দেব কবি, আর এক বর্ষা দিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ দেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমলা বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতী কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'

বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিনী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘন নীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে' ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি!"
কোথায় অবন্তিপুরী; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী,
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া; যেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত; শুধু বিরহ বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভিদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে; কোথা সে বিরাজে

ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
লয়ে' ধূর্জ্জটীর জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এই মত মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি; সেথা কে পারিত
লয়ে' যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা!
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগণের মূলে যেন অস্তপ্রায়!

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে' যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চির নিশি যাপিতেছে বিরহিনী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেই থানে,
সেই মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
সেই রবিহীন মণিদীপ্তি প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !

৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯০।

—

অহল্যার প্রতি।

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণ রূপে ধরাতলে মিশি,
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বির সাথে হয়ে' এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে'
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য-নিদ্রাহীন ব্যথা মহা জননীর ?

যেদিন বহিত নব বসন্ত সমীর,
ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরু-দিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে'
তোমার পাষাণ ঘেরি', করিতে নিপাত
অনুর্ব্বরা-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত' কি জীবনের কম্প তব দেহে?

যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি' শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষোপরে; দুঃখশ্রম ভুলি'
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিঃশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক;
মাতৃ অঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শ সুখ—
কিছু তা'র পেয়েছিলে আপনার মাঝে?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা,—তা'রি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তান গৃহ ধনধান্যরূপে

জীবনে যৌবনে ; সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে' পড়ে' যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপ রেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত
সুন্দর সরল শুভ্র ; হ'য়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ;
যে শিশির পড়ে' ছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন্ সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহুবর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা

লগ্ন হয়ে' আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে' গেছে একা
আপনার ধূলি-লুপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে' চিনে'। দেখিতে দেখিতে
চারিদিক হ'তে সব এল চারিভিতে
জগতের পূর্ব্ব পরিচয়; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব্ব রহস্যময়ী মূর্ত্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন,—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে' উঠিয়াছে ফুটে'
একবৃন্তে! বিস্মৃতি-সাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মত উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়;

দোঁহে মুখোমুখী ! অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয় !

১২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯০।

গোধূলি।

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
সন্ধ্যার বাতাস বহে' যায় !
আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
শ্রান্ত এই আঁখির পাতায় !
কিছু আর নাহি যায় দেখা,
কেহ নাই, আমি শুধু একা ;
মিশে' যাক্ জীবনের রেখা
বিস্মৃতির পশ্চিম সীমায় !
নিষ্ফল-দিবস অবসান,
কোথা আশা, কোথা গীতগান !
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তট-বালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্ম্মরের মত ;
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়ে বেড়ায়।

আয় শান্তি, আয়রে নির্ব্বাণ,
আয়, নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!
মূর্চ্ছাহত হৃদয়ের পরে
চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
আয়, নিদ্রা আয়!

১ ভাদ্র। ১৮৯০।

উচ্ছৃঙ্খল।

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে'?
তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে!
আমি কেঁদেছি হেসেছি ভাল যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে'
কি জানি কিসের ঘোরে!

কোথা হ'তে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরাণ মম,
বিধাতার এক অর্থ-বিহীন
প্রলাপ-বচন সম!
প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই,—

আমি এসেছি নিমেষে যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনিনে, তোমারে জানিনে,
আমার আলয় কই!

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি!
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী।
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কা'র কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!

কে আমারে পারে আকড়ি' রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসা-কাতর ভাষা!

ওগো তোমরা জগৎ-বাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ পরশ রাশি;
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তা'রি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কানন-শেষে;
আমি তা'রি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুল বাসনা-সঙ্গীত গাই,
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।
শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,

তারি তরে বহি চিরদিবসের
চির মনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা!

অধিক সময় নাই!
ঝড়ের জীবন ছুটে' চলে' যায়
শুধু কেঁদে' "চাই" "চাই"!
যা'র কাছে আসি, তা'র কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই!

ওগো তবে থাক্, যে যায় সে যাক্,
তোমরা দিয়ো না ধরা!
আমি চলে' যাব ত্বরা।
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো!
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া,
তার পরে পথ ছাড়ো!
তা'র পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতি দিবসের মত।

কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
　　সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার সাগর বাহিয়া,
　　মিশায়ে যাইবে কোথা!
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
　　ফুরাবে সকল কথা!

৫ ভাদ্র। ১৮৯০।

আগন্তুক।

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
　　ভব-উৎসব ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
　　এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময়ভরে
　　চেয়েছিল চারিদিকে
বেদনা বাসনা ব্যাকুলতাভরা
　　তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার
　　কণ্ঠে ছিল না মালা,

কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।
তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তা'রে দেখে,'
শুধালে না কেহ পরিচয় তা'র,
বসালে না কেহ ডেকে'।
কি বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে,
দীপালোক হ'তে বাহিরিয়া গেল
বাহির অন্ধকারে।
তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কি হইল তার শেষে ?
কোন্ দেশ হ'তে এসে চলে' গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে ?

৫ ভাদ্র। ১৮৯০।

বিদায়।

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্ দূর
পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর

পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হ'তে দূরে ভেসে' যাব,—অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্ব্বপ্রান্ত দেশে
এক মুহূর্ত্তের তরে;—সারাদিন ভেসে'
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি'। ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিমপানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ আঁখি।
মুহূর্ত্তে আঁধার নামি' দিবে সব ঢাকি'
বিদায়ের পথ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে' যাব; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে'
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে—তোমার জগৎমাঝে

সন্ধ্যা দেখা দিবে,—দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন সমান
চির রৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেই দিন এইখানে আসিয়ো আবার;
এই তটপ্রান্তে বসে' শ্রান্ত দু'নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে,— যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা' হ'লে
আমার সে বিদায়েব শেষ-চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ম্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা-তাবকার
বিষণ্ণ আকার ধরি' উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি পরে;—সারারাত্রি ধরে'
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম শিয়রে
একাকী জাগিয়া র'বে। হয়ত স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু'য়েকটি কথা।
একধারে সাগরের চির চঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুটধ্বনি, রহস্য অপার,
অন্যধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

আশ্বিন। ১৮৯০।

সন্ধ্যায়।

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও !
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশ তলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও !
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী !
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে,
দিবসনিশার প্রান্তদেশে !
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক্ কলরব
সংসারের জনহীন শেষে !
এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এস তুমি নয়ন আনত,
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মত।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্তআঁখি,
পড়ে' থাকি পৃথিবীর পরে ;
খুলে' দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক্ স্তরে স্তরে !

রাখ এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ সম
হিমস্নিগ্ধ করতল খানি !
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি' !
তার পরে পলে পলে করুণাব অশ্রুজলে
ভরে' যাক্ নয়ন-পল্লব !
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায় ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব !

৭ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

শেষ উপহার।

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি'
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙ্গিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময় ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখী, বহে বায়ু ; প্রমোদ হিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।

এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিইনি কিছু? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখী শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে'
আমার নয়ন হ'তে তোমার নয়ন পরে
একটি শিশির কণা। চলে' গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হ'তে রাখিবে শীতল করে'
তোমার তরুণ মুখ; রজনীর অশ্রুপরে
পড়ি' প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য্য তব করিবে সুন্দরতম।

৯ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

মৌন ভাষা।

থাক্ থাক্ কাজ নাই, বলিয়োনা কোন কথা!
চেয়ে দেখি, চলে' যাই, মনে মনে গান পাই,
মনে মনে রচি বসে' কত সুখ কত ব্যথা।

বিরহী পাখীর প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক্ সদা হৃদয়ের কাতরতা ;
তারে বাঁধিয়োনা ধরে', বলিয়োনা কোন কথা !

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙ্গে যায় পাছে !
এত মৃদু, এত আধো, অশ্রুজলে বাধো-বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বোলোনা তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে !

তুমি হয়ত বা পার আপনারে বুঝাইতে ;
মনের সকল ভাষা, প্রাণের সকল আশা
পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে ;
আমিত জানিনে মোরে, দেখি নাই ভাল করে'
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে।
কি বুঝিতে কি বুঝেছি, কি বলিব কি বলিতে !

তবে থাক্ ! ওই শোন, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায় !

আরো ঊর্দ্ধে দেখ চেয়ে—অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন্ দৃষ্টি তারকায় তারকায়;
প্রাণপণ দীপ্তভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়।

এস চুপ করে' শুনি এই বাণী স্তব্ধতার;
এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলে-স্থলে;
মনে করি হ'ল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়ত তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মত আমি বুঝে যাব আর;
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হ'বে দু'জনার!

মনে করি দুটি তারা জগতের একধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনিনাক কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চলে'
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে;
বুঝিবার নহে যাহা, চাই তাহা বুঝিবারে!

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো
কে বলিতে পারে বল যাহা চাও একি তাই!
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,

যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে' যাই ;
এই চির-আবরণ খুলে' ফেলে' কাজ নাই !

এস তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোন কথা !
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে' দিক্ দুজনারে
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক্ সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা !
তবে আর কাজ নাই ! বলিয়ো না কোন কথা।

১০ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

আমার সুখ।

ভালবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে, তুমি
যে সুখেই থাক
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি, তাহা
তুমি পেলেনাক !
এই যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারাদিনমান,
এরি মাঝে চারিপাশে কোথা হ'তে ভেসে' আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দুনয়ান।

সদা শুনি কাছে দূরে   মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাক ;
তাই ভাবি, এ জীবনে   আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাক !

কোন দিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধেবেলা
আমারে এমনি করে' ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা !
এমনি সুদূর বাঁশি   শ্রবণে পশিত আসি
বিষাদ-কোমল হাসি ভাসিত অধরে।
নয়নে জলের রেখা   একবিন্দু দিত দেখা,
তা'রি পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে।
ভেসে যেত মনখানি কনক তরণীসম
গৃহহীন স্রোতে,
শুধু একদিন তরে   আমি ধন্য হইতাম,
তুমি ধন্য হ'তে !

তুমি কি করেছ মনে   দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে   আদি অন্ত শেষ করে'
পড়া পুঁথি সম ?

নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভবে'।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা!

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাওনি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে'!
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিযে ভেসে যাই,
কোনখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিযাছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আসি যাহে ভরিয়াছে,
তোমার তা' কই!

১১ কার্ত্তিক। ১৮৯০